(২)

JAN. 04 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

জাতীয় গ্রন্থবর্ষের যাত্রা

(৯ এর পাতার পর)

তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের হীনমন্যতাবশত বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত এই 'জাতীয় গ্রন্থদিবস' এবং 'জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহ' পালন বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত ঢাকা বইমেলার প্রতিও উন্নাসিকতা প্রদর্শন করা হয়।

১৯৯৫ এবং '৯৬ সালের পহেলা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় ঢাকা বইমেলা উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এরপর একমাত্র ১৯৯৬ সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ঢাকা বইমেলা উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৭ ও ৯৮ সালের ঢাকা বইমেলা উদ্বোধন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের এই মেলা উদ্বোধন করেন যথাক্রমে তৎকালীন স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এবং অর্থমন্ত্রী শাহ এ এমএস কিবরিয়া।

এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি

বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালের ২৪ ডিসেম্বর একটি জাতীয় গ্রন্থনীতিও ঘোষণা করে। কিন্তু পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। এই গ্রন্থনীতিতে গ্রন্থ প্রকাশনা থেকে শুরু করে গ্রন্থ আমদানী-রফতানী, বিপণন গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনী, উপাত্ত ভাণ্ডার, উৎসাহদান, গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, তালিকাগ্রন্থ রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট ও ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়ে ৩৪টি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল। এই গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই কেবল গ্রন্থ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও ডিজাইনারসহ এই পেশার পেশাজীবীদের মর্যাদা স্বীকৃতি ও তাদের মনন সম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

সৃজনশীল প্রকাশকদের তাগিদ

দেশের সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশকদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে গ্রন্থানুরাগী ও পাঠ্যাভ্যাসে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে উপনীত করার স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের আবেদন জানানো হয়েছে। এতে জেলা ও থানা পর্যায়ের বেসরকারী গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্প, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সুবিধা সম্প্রসারণ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও বেসরকারী গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, গ্রন্থনীতির সুপারিশ অনুযায়ী বুক ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন, কলেজ ভিত্তিক সৃজনশীল বই সরবরাহকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী জোরদার করা, ইউনেস্কো ঘোষিত ২৩ এপ্রিল 'বিশ্ব গ্রন্থদিবস' পালন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল প্রতিযোগিতায় বই পুরস্কার দেয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণাসহ ১৭ দফা সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৯৩ সাল থেকে বিএনপি সরকারের উদ্যোগে সূচিত ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজন এবং এই মেলার থিম কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও তাগিদ জানানো হয়েছে সৃজনশীল প্রকাশকদের পক্ষ থেকে।

সুষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য বই। সময়ের দাবীকে ধারণ করে নির্ধারিত অষ্টম ঢাকা বইমেলার এবারের এই মূল প্রতিপাদ্য দেশের অস্থির তরুণ সমাজকে পাঠ্যাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করা এবং সর্বস্তরের মানুষকে সুস্থ বিনোদনের দিকে ধাবিত করতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। উদ্বোধনী দিন থেকেই বইপ্রেমী ও সুস্থ বিনোদন প্রত্যাশী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠেছে এবারের ঢাকা বইমেলা। দর্শক সমাগমে আশান্বিত প্রকাশক ও স্টলমালিকরাও এবার অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছেন বলে জানালেন। দর্শক-ক্রেতারাও এবার অনেকটা মুক্ত পরিবেশে বইয়ের সাথে তাদের নিবিড় সখ্য গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। মেলায় আগত অনেক দর্শক-ক্রেতা এরকম অনুভূতির কথাই জানালেন।

ঢাকা বইমেলার কর্মসূচী

৮ম ঢাকা বইমেলা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে সোমবার সকাল ৯টায় শাহবাগের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমানের নেতৃত্বে এই র‍্যালিতে লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, ছাত্র-শিক্ষক-শিশু সংগঠন ও গ্রন্থমনস্ক ব্যক্তিরা র‍্যালিতে অংশ নেন। বই পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ জানুয়ারী থেকে ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত ৮ম ঢাকা বইমেলা চলাকালীন মেলা মাঠে বিভিন্ন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এর মধ্যে ৩ থেকে ৫ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৩টায় লেখক-পাঠক মুখোমুখি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ৬ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৫টায় কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠের আসর, ৭ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৫টায় জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান, ৮ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৩টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'আধুনিক প্রযুক্তি মানুষকে বই বিমুখ করেছে' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ৯ থেকে ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৪টায় 'পাঠক সমাজ গঠনে করণীয়, সুষ্ঠু সমাজ গঠনে গ্রন্থাগার' এবং 'বিশ্বায়ন ও বই' শীর্ষক সেমিনার এবং ১২ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৩টায় 'শত বছরের গ্রন্থাগার' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলা ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা এবং ছুটির দিনে দুপুর ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত বই প্রেমিকদের জন্য খোলা থাকবে। ৮ম বইমেলার বাজেট ১৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৭ম বইমেলার বরাদ্দ ছিল ১৫ লাখ টাকা, ১ম ও ২য় বইমেলার জন্য ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।